



73007 - ভালবাসা দবিস উদযাপন করার বধিান

প্রশ্ন

ভালবাসা দবিসরে বধিান ক?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

বশ্বি ভালবাসা দবিস পালন একটি রোমান জাহলে উৎসব। রোমানরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও এ দবিস পালনরে প্রথা অব্যাহত রাখে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পাদ্ররি মৃত্যুদণ্ডরে সাথে এ উৎসবটি সম্পৃক্ত। বধির্মীরা এখনো এ দবিসটি পালন করে, ব্যভচার ও অনাচাররে মধ্যে তারা এ দবিসটি কাটিয়ে থাকে।

দুই:

কোন মুসলমানরে জন্য কাফরেদরে কোন উৎসব পালন করা জায়ে নয়। কেনো উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় বিষয়। এ ক্ষেত্রে শরয়া নিরদেশনার এক চুল বাইরে যাওয়ার সুযোগ নহে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় অনুশাসন, ইসলামী আদর্শ ও ইবাদতরে অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তোমাদরে প্রত্যেকেকে আমি আলাদা শরয়িত ও মনিহাজ (আদর্শ) দিয়েছি”। তিনি আরও বলেন: “প্রত্যেকে উম্মতরে জন্য রয়েছে আলাদা শরয়িত দিয়েছি; যা তারা পালন করে থাকে” যমেন- কবিলা, নামায, রোজা। অতএব, তাদরে উৎসব পালন ও তাদরে অন্যসব আদর্শ গ্রহণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। কারণ তাদরে সকল উৎসবকে গ্রহণ করা কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। তাদরে কিছু কিছু জনিসি গ্রহণ করা কিছু কিছু কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। বরং উৎসবগুলো প্রত্যেকে ধর্মে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মীয় আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতএব, এটি গ্রহণ করা মানে কুফররে সবশিষে অনুশাসন ও সবচয়ে প্রকাশ্য আলামতরে ক্ষেত্রে তাদরে অনুসরণ করা। কোন সন্দেহ নহে যে, এ ক্ষেত্রে তাদরে অনুকরণ করা মানে কুফররে অনুকরণ করা।

এর সর্বনমিন অবস্থা হচ্ছে- গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দকি ইঙ্গতি দিয়ে বলেন: “নশিচয় প্রত্যেকে কওমরে উৎসব রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদরে ঈদ বা উৎসব”। এটি যুনার (জমিদিরে বশিষে পোশাক) বা এ বজিতদিরে বশিষে কোন আলামত গ্রহণ করার চয়ে অধিক নকিষ্ট। কেনো এ ধরনরে আলামত কোন ধর্মীয় বিষয় নয়; বরং এ পোশাকরে

উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুমনি ও কাফরেরে আলাদা পরচয় ফুটিয়ে তোলা। পক্ষান্তরে তাদের উৎসব ও উৎসব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো একান্ত ধর্মীয়; যা ধর্মকে ও ধর্মাবলম্বীকে লানত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা আল্লাহর আযাব ও গজব নাযলির কারণ হতে পারে।[ইকতাদিউস সেরাতলি মুস্তাকমি ১/২০৭]

তিনি আরও বলেন: “কোন মুসলমানের জন্য তাদের উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কিছুর ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে নয়। যমেন, খাবার দাবার, পোশাকাদি, গোসল, আগুন জ্বালানো অথবা এ উৎসবের কারণে কোন অভ্যাস বা ইবাদত বর্জন করা ইত্যাদি। এবং কোন ভোজানুষ্ঠান করা, উপহার দেওয়া, অথবা এ উৎসব বাস্তবায়নে সহায়ক এমন কিছু বচোবকির করা জায়যে নয়। অনুরূপভাবে তাদের উৎসবে শিশুদেরকে খেলেতে যেতে দেওয়া এবং সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়যে নয়।

মোদদাকথা, বধিরমীদের উৎসবের নদির্শন এমন কিছুতে অংশ নেয়া মুসলমানদের জন্য জায়যে নয়। বরং তাদের উৎসবের দিন মুসলমানদের নকিট অন্য সাধারণ দিনের মতই। মুসলমানরা এ দিনটিকে কোনভাবে বিশেষত্ব দিবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/১৯৩)]

হাফযে যাহাবী বলেন: খ্রিস্টানদের উৎসব বা ইহুদদের উৎসব যেটা তাদের সাথে খাস এমন কোন উৎসবে কোন মুসলমান অংশ গ্রহণ করবে না। যমেনভাবে কোন মুসলমান তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো ও কবিলাকে গ্রহণ করে না।[তাশাব্বুহুল খাসসি বা আহললি খামসি, মাজাল্লাতুল হকিমা (৪/১৯৩)]

শাইখুল ইসলাম য়ে হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করছেন সে হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: একবার আবু বকর (রাঃ) আমার ঘরে এলেন। তখন আমার কাছে আনসারদের দুইটি বালিকা ছিল। বুআসরে দিন আনসারগণ য়ে পংক্তিমিলা বলছিলেন তারা সগেলো দিয়ে গান গাইছিল। আয়শো (রাঃ) বলেন: ময়ে দুইটি গায়িকা ছিল না। তা দেখে আবু বকর (রাঃ) বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে শয়তানের বীনা! সদিন ছিল ঈদের দিন। তাঁর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে আবু বকর, প্রত্যকে জাতরি উৎসব থাকে। এটা আমাদের উৎসবের দিন।

সুনানে আবু দাউদ এ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনায় আগমন করলেন তখন মদনাবাসী বিশেষে দুইটি দিনে খলোধুলা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ দুইটি দিনের হাককিত কি? তারা বলল: জাহলী যুগে আমরা এ দুইটি দিনে খলোধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ দুইটি দিনের চয়ে উত্তম দুইটি দিন দিয়েছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফতির।” আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলছেন। এটি প্রমাণ করে ঈদ বা উৎসব প্রত্যকে জাতরি একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোন জাহলী উৎসব বা মুশরকদের উৎসব পালন করা জায়যে নয়।

ভালবাসা দবিস পালন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলমেগণ ফতোয়া দিয়েছেন:



১। এ বিষয়ে শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রশ্নটিনিম্নরূপ:

-সম্প্রতি ভালবাসা দবিস উদযাপন করার প্রবণতা বিস্তার লাভ করেছে; বিশেষতঃ ছাত্রীদরে মাঝে। এটি একটি খ্রিস্টান উৎসব। এ দিনে লাল বশে ধারণ করা হয়। লাল পোশাক ও লাল জুতা পরিধান করা হয়। লাল ফুল বনিমিয় করা হয়। আমরা এ ধরণে উৎসব পালন করার শরয়ি বিধান জানতে চাই এবং এ ধরণে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য দকি নরিদশেনা প্রত্যাশা করছি? আল্লাহ আপনাকে হফোযত করুন।

তিনি উত্তরে বলেন: ভালবাসা দবিস পালন নম্ননোকৃত কারণে জায়যে নয়

এক. এটি একটি বিদআতি উৎসব; শরয়িতে এর কোন ভিত্তি নেই।

দুই. এটি মানুষকে অবধৈ প্রমে ও ভালবাসার দকি আহ্বান করে।

তিনি. এ ধরণে উৎসব মানুষের মনকে সলফে সালহেনিদরে আদর্শরে পরপিন্থী অনর্থক কাজে ব্যতবিযস্ত রাখে।

সুতরাং এ দিনের কোন একটি নিদির্শন ফুটিয়ে তোলা জায়যে হবে না। সে নিদির্শন খাবার-পানীয়, পোশাকাদি, উপহার-উপঢ়টৌকন ইত্যাদি যে কোন কছির সাথে সংশ্লিষ্ট হোক না কেন।

মুসলমানের উচতি তার ধর্মকে নিয়ে গর্ববোধ করা। গড়ালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দয়ো। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেনে মুসলমি উম্মাহকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল ফতিনা থেকে হফোযত করেনে এবং তিনি যেনে আমাদের অভভাবকত্ব গ্রহণ করেনে, আমাদের তাওফকি দান করেনে।[শাইখ উছাইমীনরে ফতওয়াসমগ্র (১৬/১৯৯)]

২। ফতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: কছির কছির মানুষ প্রতি বছর ঈসায়ী সনরে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালবাসা দবিস (ভ্যালেন্টাইনস ডে) পালন করে থাকে। এ দিনে তারা লাল গোলোপ বনিমিয় করে, লাল পোশাক পরিধান করে, একে অপরকে শুভচ্ছা বনিমিয় করে। কছির কছির মষ্টিরি দোকান লাল রঙে মষ্টিটিরৌ করে, এর উপরে 'লাভ চহিন' অংকন করে। কছির কছির দোকান এ দিনের জন্য তরৌ বশিষে বশিষে সামগ্রীগুলোর বজ্জিগাপন প্রচার করে থাকে। সুতরাং নম্ননোকৃত বিষয়ে আপনাদেরে অভমিত ক:

এক: এ দিনটি পালন করার বিধান ক?

দুই: এ দিন উদযাপনকারী দোকান থেকে কনোকাটা করার বিধান ক?

তিনি: এ দিনে যারা উপহার বনিমিয় করে থাকে তাদের কাছে এসব উপকরণ বক্রি করার বিধান ক?

উত্তরে তারা বলেন: কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল ও সলফে সালহেনিরে ইজমার ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইসলামে ঈদ শুধু দুইটি। ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। এ ছাড়া যত উৎসব আছে সে উৎসব কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক, দলকেন্দ্রিক হোক, কোন ঘটনাকেন্দ্রিক হোক অথবা বিশেষ কোন ভাবাবেগকেন্দ্রিক হোক সেগুলো বদিআত। মুসলমানদের জন্য সসেব উৎসব পালন করা, তাতে সম্মতিদায়ী, এ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা অথবা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করা নাজায়যে। কারণ এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনের শামলি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দায়ী সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজ আত্মার উপরই জুলুম করে। এর সাথে এ উৎসব যদি কাফরেদের উৎসব হয়ে থাকে তাহলে এটি এক গুনাহর সাথে আরও একটি গুনাহর সম্মিলন। কারণ এ উৎসব পালনের মধ্যে কাফরেদের সাথে সাদৃশ্য ও তাদের সাথে মিত্রতা গ্রহণের বাস্তবতা পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ ও তাদের মিত্রতা গ্রহণ থেকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত”। ‘বশির ভালবাসা দবিস’ সম্পর্কে বলা হয়- এটি পটৌতলকি ও খ্রিস্টান ধর্মের উৎসব। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের জন্য এ দবিস পালন করা, এটাকে সমর্থন করা অথবা এ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করা জায়যে হব না। বরং মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং আল্লাহর গজব ও শাস্তির কারণসমূহ থেকে দূরে থাকার নিমিত্তে এটি বর্জন করা এবং এর থেকে দূরে থাকা। অনুরূপভাবে এ গ্রহণ দবিস উদযাপনে কোন ধরনের সহযোগিতা করা থেকে বাঁচতে থাকা। যমেন-পানাহার, বচোবকিরি, কনোকাটা, পণ্যপ্রস্তুত, উপহার বিনিময়, পত্র বিনিময়, বজিঞাপন প্রদান ইত্যাদি যে কোন প্রকারের সহযোগিতা হোক না কেন সসেব থেকে বাঁচতে থাকা। কারণ এ ধরনের সহযোগিতা গুনাহর কাজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”[সূরা মায়িদা, আয়াত: ২] একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা; বিশেষতঃ ফতিনা-ফাসাদের সময়। মুসলমানের উচিত যাদের উপর আল্লাহ লানত পড়ছে, যারা পথভ্রষ্ট, যারা পাপাচারী- আল্লাহকে সম্মান করে না, ইসলামের সম্মান চায় না এ সকল মানুষের ভিন্নান্তরি ব্যাপারে সচতেন থাকা। মুসলমানের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে ধরনা দিয়ে তাঁর নিকট হদ্যেতেরে জন্য ও এর উপর অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করা। কারণ আল্লাহ ছাড়া কোন হদ্যেতদাতা নাই, তিনি ছাড়া অটল রাখার কউ নাই। তিনি পবিত্রময়, তিনিই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সমাপ্ত।

৩। শাইখ জবিরীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল

আমাদের যুবক-যুবতীর মাঝে ভালবাসা দবিস (ভ্যালেন্টাইন ডে) পালনের রওয়াজ বস্তিতার লাভ করেছে। ভ্যালেন্টাইন হচ্ছে- একজন পাদ্রির নাম। খ্রিস্টানরা এ পাদ্রিকে সম্মান করে থাকে এবং প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি তারা এ দবিসটি উদযাপন করে, উপহার-উপঢৌকন ও লাল গোলাপ বিনিময় করে থাকে, লাল রঙের পোশাক পরিধান করে থাকে। এ দবিসটি পালন করার



শরয়ি বধিান কী? অথবা এ দিনে উপহার বনিমিয় ও আনন্দ প্রকাশ করার বধিান কী?

জবাবে তিনি বলেন:

এক. এ ধরণের বদিআত উৎসব পালন করা নাজায়যে। এটি নিবউদ্ভাবতি বদিআত। শরয়িতে এর কোন ভিত্তি নাই। এটি আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বধিানের আওতায় পড়বে যে হাদিসে এসছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীন বা শরয়িতের মধ্যে এমন কিছু চালু করবে যা এতে নাই সটে প্রত্যাখ্যাত।”

দুই. এ দবিস পালনের মধ্যে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, তারা যে বিষয়কে মর্যাদা দিয়ে সটোক মর্যাদা প্রদান, তাদের উৎসবের প্রতি সম্মান দেখানো এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার অর্থ পাওয়া যায়। হাদিসে এসছে- “যে ব্যক্তি বিজাতিদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদের দলভুক্ত।”

তিনি. এ দবিস পালনের মধ্যে অনেকে ক্ষতিকর ও গ্রহণ্য বিষয় রয়েছে। যমেন- খেলোয়াড়তা করা, গান করা, বাঁশী বাজানো, গাটার বাজানো, বপেদা হওয়া, বহোয়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মলোমশো, গায়রে মোহরমে পুরুষের সামনে নারীদের প্রদর্শনী ইত্যাদি হারাম কাজ এবং ব্যভিচারের উপকরণ ও সূচনাগুলো এ উৎসবে ঘটে থাকে। এটাকে জায়যে করার যুক্তি হিসেবে চিত্ত বিনোদনের যে কারণ দর্শানো হয় বা রক্ষণশীল থাকার দাবী করা হয় সটো অমূলক। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায় তার উচিত গুনাহর কাজ ও উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

তিনি আরও বলেন:

অতএব, যদি বক্রিতো জানতে পারে যে, ক্রতো এ উপঢৌকন ও গোলাপ ফুল কনি এ দবিস উদযাপন করবে, কাউকে উপহার দবে অথবা এ দবিসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তাহলে ক্রতোর কাছে এগুলো বক্রি করা নাজায়যে; যাতে করে বক্রিতো এই বদিআত সম্পাদনকারী ব্যক্তির সাহায্যকারী হিসেবে সাব্যস্ত না হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।